

# ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-৭)

## ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে চাকরী করা আদৌ সম্ভব?

না! অসম্ভব! ইসলাম মেনে নারীর পক্ষে চাকরী করা সম্ভব নয়। প্রথমত নারীকে চাকরী করতে হলে এই যুগে ঘর থেকে বের হতেই হবে। বাংলাদেশে একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীকে প্রতিদিন বাসে/রিকশায় করে অফিসে যেতে হবে। অথচ নারীর ঘর থেকেই বের হওয়া ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। [ দ্র : সূরা আহজাব ৩৩:৩৩] রিকশাওয়াআলা পুরুষ। রিকশায় উঠতে গেলে নারীকে বেগানা পুরুষ রিকশাওয়ালার পিছনে বসতে হবে যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। [দ্র : সূরা আহজাব ৩৩:৫৩, ৩৩:৫৫] বাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাছাড়া অফিসে ঢোকানোর সময় পিয়ন(যে সাধারণত পুরুষই হয়; ইসলামি সমাজ জীবনেও একজন নারীকে পিয়ন বানাতে না) নারীকে দেখে ফেলবে। এটাও হারাম! নারী যদি জুনিয়র অফিসার হন তাহলে তাকে এমন এক রুমে (সাধারণত যা দেখা যায়) অফিস করতে হবে যেখানে অনেক অফিসার একসাথে বসে। সরকারি বা বেসরকারী কোন অফিসেই নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা কক্ষ করা হবে না ( কারণ তার আগে থেকেই ইসলামি সমাজ নারীদেরকে জানিয়ে দেবে যে - ‘তোমরা পর্দায় থাকো, ঘরে থাকো, উপার্জন করা পুরুষের কাজ’- তাই তখন অফিস শুধু পুরুষদের জন্যই করা হবে) করা হলেও নারীরা অফিস করবে না। কারণ তার আগেই পরিবার নারীকে অফিসে

যেতে নিরুৎসাহিত করবে যেহেতু *‘নারীরা ঘরের সম্রাজ্ঞী’* /আল হাদীসা

অফিসে বিভিন্ন কাজে নারীকে তার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কথা বলতে হবে, মিটিং করতে হবে, তাদের সামনে আসতে হবে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। কারন ইসলামে পর নারীপুরুষের ওঠাবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কথা হয়তো বলা যাবে কিন্তু দুজনের মাঝে অতিরিক্ত পর্দা থাকবে। কিন্তু এই ব্যস্ত যুগে প্রত্যেক অফিসে এরকম পর্দার ব্যবস্থা করা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়।

অফিসে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে যেকোন সময় তার বস ডাকতে পারেন। ( বস পুরুষই হবে কারন ইসলামি সমাজ কখনো অফিসের কর্তৃত্ব একজন নারীর হাতে দিবে না) বস এর জন্য অফিসে আলাদা রুম থাকে। বস ডাকলে নারীকে বসের রুমে আসতে হবে। বস এর রুম একটি নির্জন স্থান। *‘যখনই নির্জন স্থানে অনাত্মীয় নারীপুরুষ সহঅবস্থান করে তখন শয়তান তাদের তৃতীয় পক্ষ রূপে অবিভূত হয়।’* তিরমিজী

অর্থাৎ ইসলাম মানতে গেলে নারীর পক্ষে চাকরী করা অসম্ভব। চাকরী করতে গেলে ইসলাম লংঘন হবেই এই যুগে। অবশ্য এসবের অনেক আগেই শ্বশুরবাড়ি/ পিতামাতা/স্বামী নারীকে জানিয়ে দিবে ‘তোমার চাকরী করা দরকার নাই। যেহেতু আল্লাহ পুরুষকে উপার্জনের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং নারীদের ঘরে থাকতে বলেছেন, পর্দার অন্তরালে থাকতে বলেছেন। তুমি অফিসে গেলে কত পর পুরুষ তোমাকে দেখবে, কথা বলবে তোমার সাথে। কোন দরকার নাই চাকরি করা। তোমার স্বামীই তোমাকে খাওয়াবে’ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খুব কম। মেয়েরা চাকরী করে না বললেই চলে। আর এর জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ধর্ম দায়ী।

ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব?

না! ইসলাম মেনে একজন নারীর পক্ষে ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব না। প্রথমত

নারীকে ব্যবসা করতে হলে ঘর থেকে বের হতে হবে। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে নেতিবাচক। যদি বড় ব্যবসায়ী হয় তাহলে নারীকে বিভিন্ন Client দেব সাথে কথা বলতে হবে, মিটিং করতে হবে, বিদেশে যেতে হবে। ঘরের কাজ গৌন করে ফেলতে হবে। অথচ ইসলাম নারীর জন্য গৃহকর্মই মুখ্য। নারীর একা একা বা পরপুরুষের সাথে বিদেশ ভ্রমণ হারাম। তাকে স্বামী বা মাহররাম পুরুষকে সাথে নিতে হবে। অথচ এই ব্যস্ত যুগে স্বামী বা অন্য কারো সময় নেই নিজ কাজ ফেলে অন্যের ব্যবসার জন্য বিদেশ ভ্রমণ করা। তাছাড়া অনেক আগেই নারীর স্বামী/ পিতামাতা/ শ্বশুড়বাড়ি বলবে যে, ‘স্বামীই তো টাকা আয় করে। বউয়ের টাকা আয় করা কি দরকার? পর্দানশীন মেয়ে পরপুরুষের সামনে যাবে এটা কেমন করে হয়? না!না!’ সুতরাং ইসলাম মেনে নারীর পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। মহানবী (সা:) এর প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজা ব্যবসা করতেন কর্মচারীদের দ্বারা। নিজে নিজে না। আর তাছাড়া হযরত খাদিজার সময় পর্দার আয়াত নাজিল হয় নাই। তাই এ কথা বলার অবকাশ নাই যে ‘নবীজীর স্ত্রী যদি ব্যবসায়ী হতে পারেন মুসলিম নারীরা কেন পারবে না?’

ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয়া সম্ভব?

না! সম্ভব না। প্রথমত ইসলামি সমাজ ‘নারী পুলিশ হবে’ এটা জীবনেও কল্পনা করতে পারবে না। কারণ যে সমাজে মেয়েরা বাচ্চাকাল হতেই বোরখার মধ্যযুগীয় অন্ধকারে বন্দী সে সমাজ মেয়েরা পুলিশ হবে - এটা কখনো ভেবে দেখবে না। কারো মাথাতেই ঐ চিন্তা আসবে না। ইসলামে মেয়েদের আপাদমস্তক মুখমন্ডলসহ শরীর ঢেকে রাখার নিয়ম। এসব পোশাক পরে পুলিশ বাহিনীতে চাকরী করা সম্ভব না। পুলিশ হতে হলে ছেলে-মেয়ে সবাইকে পুলিশ বাহিনীর নির্ধারিত পোশাক পরতে হবে। যেমন প্যান্ট শাট। প্যান্ট পড়লে পা ঢাকা থাকে কিন্তু পর্দা হয় না। কারন পা দুটো আলাদা হয়ে থাকে ঢাকা থাকে সত্ত্বেও। পুলিশে চাকরী করতে হলে প্রথমে Training বাধ্যতামূলক। অথচ বোরখা/চাদর গায়ে দিয়ে Training করা অসম্ভব। পুলিশ হতে হলে নারীকে

দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। ডিউটিতে থাকতে হবে। অপরাধীর পিছনে ঘুরতে হবে। অথচ ইসলাম অক্ষরে অক্ষরে মেনে এগুলা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাছারা নারীদের প্রকাশ্যে দৌড়াদৌড়ি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কোরানেই নারীদের জোরে জোরে পা মাড়িয়ে হাঠতে নিষেধ করা হয়েছে। ৥দ্র : সূরা নূর ২৪:৩১ শেষাংশ। সেখানে দৌড়াদৌড়ির তো প্রশ্নই ওঠে না।

### ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান সম্ভব?

না! অসম্ভব! Islamic minded সমাজ কখনো মেয়েদের সশস্ত্র বাহিনীতে অংশগ্রহন করানোর কথা ভেবে দেখবে না। সমাজ কখনোই encourage করবে না। সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রেও পুলিশ এর কথা প্রযোজ্য। ক্ষেত্র বিশেষ তার থেকেও বেশি। নারীরা সেনা অফিসার হলে প্যারেডের সময় চেচিয়ে command দিতে হবে। এটা নিষিদ্ধ। কারন ইসলামে নারীকে খুব সংযত হয়ে থাকতে বলেছে। সজোরে ভূমির উপর পদক্ষেপ নারীর জন্য হারাম। সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতেই তা লেখা আছে। প্যারেডে নারী সৈনিক , পুরুষ সৈনিক উভয়ে অংশগ্রহন করে। অথচ ইসলামে নারী-পুরুষের সহঅবস্থান নিষিদ্ধ। আর সশস্ত্র বাহিনীতে ট্রেনিং এর সময় বোরখা/চাদর গায়ে দিয়ে দৌড়ঝাপ, লাফালাফি, সাঁতার সম্ভব না।

### ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে বিমান চালনা সম্ভব?

না! অসম্ভব! পাইলট হতে হলেও নারীকে প্যান্ট শার্ট পড়তে হবে যা নিষিদ্ধ ইসলামে। যেভাবে পর্দা করতে বলা হয়েছে ইসলামে নারীদেরকে, প্যান্ট-শার্ট পড়লে তা সঠিকভাবে রক্ষা হয় না যদিও পুরা শরীর ঢাকাও থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো রক্ষণশীল ইসলামি সমাজ জীবনেও একটা মেয়েকে বিমানের পাইলট হতে উৎসাহ দিবেনা। একজন নারী পাইলট হলে তাকে বিমানের ককপিটে বসতে হবে। ককপিটে সাধারণত দুজন পাইলট বসে। দুজনের মধ্যে একজন নারী একজন পুরুষ হতে পারে। অথচ এটা হারাম। কারণ নির্জন স্থানে

নারীপুরুষের সহঅবস্থান নিষিদ্ধ আগেই বলেছি। যে সমাজে মেয়েরা কঠোর রক্ষণশীল অনুশাসনে বন্দি সে সমাজে মেয়েরা কিভাবে বিমান চালনা করবে আমার মাথায় আসে না।

ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে রাজনীতি করা এবং দেশের নেতা হওয়া সম্ভব?

না! অসম্ভব! প্রথমত নারী নেতৃত্ব ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীসে আছে , ‘*ঐ জাতির কোন কল্যাণ হয় না যারা তাদের নেতা মনোনীত করে একজন নারীকে*’ [বুখারী], ‘*পুরুষরা নারীর অধীনস্থ হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে*’ [মুসতাদরক আল হাকিম]

- এ দুটো হাদিস থেকে বোঝা যায় নারীর রাজনীতি করা ইসলামে বলতে গেলে নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিত। ইসলামি সমাজব্যবস্থা পুরুষশাসিত। ইসলাম বলেছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দিবে পুরুষ আর নারীরা পুরুষের অধীনস্থ। পুরুষ হলো প্রশাসক। রাজনীতি হলো সমাজরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়ার কাজ। আর এ কাজটি ইসলাম পুরুষকেই করতে তাগিদ দিয়েছে। নারীর স্থান গৃহে। [দ্র : সূরা আহজাব ৩৩:৩৩] তাছারা ইসলামের আলোকে সমাজ গড়লে সমাজরাষ্ট্র কখনোই নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহন করতে উৎসাহিত করবে না। কারণ ইসলাম তখন সমাজরাষ্ট্রের মনমানসিকতাই ওরকম করে দিবে। এজন্যই মধ্যপ্রাচ্যে এখনো নারীর রাজনৈতিক অধিকার সীমিত। অনেকে খুব উল্লাসিত হয়ে বলেন , ‘ইসলাম তো নারীকে ভোট দিতে নিষেধ করে নি। নারীদের ভোটাধিকার ইসলামসম্মত।’ তারা আসলে ভুলে যান যে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেই অনুমতি দেওয়া হয়ে যায় না। ‘নিষেধাজ্ঞা না থাকলেই করা যাবে কাজটা’- যারা সবকিছু এভাবে বিবেচনা করেন তারা আসলে মস্তবড় ভুল করেন। ইসলাম নারীদের সরাসরি ভোট দিতে নিষেধ করে নি কিন্তু কোরানে তো এটা বলা আছে, ‘*পুরুষ নারীর কর্তা*’ [সূরা নিসা ৪:৩৪], ‘*নারীরা ঘরে অবস্থান করো*’ [ সূরা আহজাব ৩৩:৩৩], ‘*নারীরা ঘরের সম্রাজ্ঞী*’ [বুখারী] -

এসব থেকেই সমাজের মানসিকতা গোঁড়া, মধ্যযুগীয়, রক্ষণশীল হয়ে যাবে। আমাদের দেখতে হবে ইসলাম নারীদের কি কি বিধিনিষেধ মানতে বলেছে, কিভাবে জীবনযাপন করতে বলেছে। ইসলামি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীর পক্ষে ভোটাধিকার অর্জন করা অসম্ভব। ভোট দিতে হলে নারীকে ঘর থেকে বের হতে হবে। ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে। অথচ নারীদের ঘর থেকে বের হওয়াই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে ইসলাম। তাছারা একজন কটুর islamic minded পুরুষ কখনোই তার স্ত্রীকে ভোটদান করতে ঘর থেকে বের হতে দিবে না। সে তার স্ত্রীকে বলবে, ‘তোমার ঘর থেকে বের হওয়া দরকার কি? তুমি মেয়ে মানুষ। ভোটকেন্দ্রে কত বেগানা পুরুষলোক। তোমার ওখানে যাওয়ার কোন দরকার নাই। তুমি ঘরে থাকো। স্বামীর কথার অবাধ্য হলে বেহেশতে যেতে পারবে না।’ - এভাবেই ইসলামি সমাজে নারীরা অন্ধকারে চলে যায়। একজন নারীকে সংসদ সদস্য হতে হলে এলাকায় প্রচারণা চালাতে হবে, মাইকিং করতে হবে অথচ ইসলাম মানতে গেলে এগুলো সম্ভব না। প্রচারণা চালালে, মাইকিং করলে হাজার হাজার পুরুষ ঐ নারীর কণ্ঠস্বর শুনে ফেলবে এটা ইসলামবিরোধী। কারণ না হলে মেয়েদের আযান দিতে নিষেধ করা হতো না। তাছারা একজন নারীকে সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য পার্লামেন্টে সবার সাথে বসতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে অথচ বেগানা নারীপুরুষের সহঅবস্থান ইসলামে নিষিদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা ইসলামি সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সবসময় নারীকে রাজনীতিতে আসতে নিরুৎসাহিত করবে কারণ যেহেতু নবীজীই বলেছেন যে নারীরা ঘরের সম্রাজ্ঞী। ইসলামি রাজনীতি হলো খেলাফত। খেলাফতের নেতৃত্ব সবসময় পুরুষের হাতে থাকবে।

### ইসলাম মেনে কি নারীর পক্ষে news reader হওয়া সম্ভব?

না! অসম্ভব! প্রথমত টিভির নিউজ রিডারের কথায় আসি। একজন নারী টিভিতে নিউজ রিডার হলে হাজার হাজার মানুষ তাকে দেখবে, খবর শোনার পাশাপাশি সকলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। অথচ ইসলামে নারী ও পুরুষের দৃষ্টি বিনিময়, একে অপরের দিকে তাকানো সম্পূর্ণ হারাম। শুধু তাই

নয় একজন নারী নিউজ রিডার হলে সকলে তার কণ্ঠস্বর শুনে ফেলবে। এটাও ইসলামি রীতির লংঘন। কারণ নইলে ইসলাম নারীকে জোরে জোরে শব্দ করে নামাজ পড়তে এবং আজান দিতে নিষেধ করতো না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কঠোর রক্ষণশীল ইসলামি সমাজে কখনোই মেয়েদের নিউজ রিডার হতে দেয়া হবে না। টিভি, রেডিও কর্তৃপক্ষ শুধু পুরুষদেরকেই নিয়োগ করবে। সউদি আরবে যা হয়েছে আর কি।

(চলবে)